R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পাণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩২শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
১৭ই আগষ্ট, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

শুল্কবৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিড়িশিল্পে সঙ্কট

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৭ আগষ্ট—প্রতি হাজার বিড়ির ওপর এক টাকা হারে শুল্ক বৃদ্ধি ঘটায় জঙ্গিপুর মহকুমার বিড়িশিল্পে সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে। আগে এই হার ছিল এক টাকা, এখন আরো এক টাকা বেড়ে হয়েছে দু'টাকা। তামাকে বেড়েছে ২৫ পয়সা। শুল্ক দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়ায় মহকুমার লাইসেন্স প্রাপ্ত কারখানাগুলিতে উৎপাদিত বিড়ির বাজারে মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। এবং এর ফলে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। বিনা ব্র্যাণ্ডের বিড়ির সঙ্গে এঁরা পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছেন না। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী এই সুযোগে বিনা লেবেলের বিড়ি বিক্রী করতে শুরু করেছেন বাজারে। এতে ওঁদের শুল্ক দিতে হচ্ছে না, কারণ ট্রেড মারক নাই। তাই এঁদের তৈরী বিড়ির দর কম। পক্ষান্তরে বড় বড় উৎপাদকদের উৎপাদিত বিড়ির দাম বেশী, কারণ তাঁদের ট্রেড মারক আছে, লাইসেন্স আছে। বাধ্য হয়ে তাঁরা সপ্তাহে ছ'দিন কাজের জায়গায় তিন থেকে পাঁচ দিন কাজ করাচ্ছেন। এর ফলে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, শ্রমিকদের কাজ কমছে এবং শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধছে। ১৪ আগষ্ট ধুলিয়ানে এই নিয়ে এক দফা বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়ে গিয়েছে। ধুলিয়ানের ময়না বিড়ি ফ্যাকটারী বাজার মন্দার জন্য সপ্তাহের ছ'দিন কাজ কমিয়ে পাঁচদিনের কাজের নোটিশ দিয়েছিলেন। শ্রমিকদের বিক্ষোভ তারই প্রতিবাদে। তার আগে এই বিড়ি ফ্যাকটারী আই এন টি ইউ সি পরিচালিত জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন একদিন কাজ বন্ধ রাখার।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মেষ সম্প্রসারণ কেন্দ্র কার্যতঃ ব্যর্থ

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৭ আগষ্ট—স্বীকারোক্তিটি খোদ জঙ্গিপুর মহকুমা সহকারী পশু উন্নয়ন আধিকারিক নরেন্দ্রনাথ কর্মকারের। কয়েকদিন আগে রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের সুজাপুরের উপকণ্ঠে ৭২ বিঘে জমির ওপর গড়ে ওঠা 'চড়কা মেষ সম্প্রসারণ কেন্দ্র' সম্পর্কে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিলাম নরেন্দ্রবাবুকে, তিনি গলদঘর্ম হয়ে উত্তর দিচ্ছিলেন। এক সময় তিনি স্বীকার করলেন, চড়কা মেষ সম্প্রসারণ কেন্দ্রটি কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছে। ৫০টি মেষ এখানে থাকার কথা, আছে মাত্র ১৩টি। মহকুমার একমাত্র মেষ সম্প্রসারণ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯৬৫-৬৬ সালে। উদ্দেশ্য ছিল, গ্রামে গ্রামে মেষপালকদের পুরুষ মেষ সরবরাহ করে উৎকৃষ্ট জাতের মেষ প্রজননের। এবং কেন্দ্র থেকে উন্নত জাতের মেষের লোমের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিক্রীর। এখানে মেষ ছাড়াও গো-প্রজননের ব্যবস্থা আছে, যন্ত্রপাতি আছে। কিন্তু বারবার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কা চুক্তি নিয়ে ইন্দিরা-দোহাই যুক্তিহীন

সমর পান্ডে: খোদা শবেবরাতের ঠিক পর পরই বাংলা দেশের বরাত খুলে দিলেন। জয় হোল জিয়ার, আর সসম্মানে পশ্চাদপশরণ করলেন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের শ্বেত হস্তিগণ। শুখা মরশুমে কলকাতা বন্দর জল পাবে মাত্র কুড়ি হাজার ঘনফুট প্রতি সেকেণ্ডে। গত তেসরা রাত ১০-৫ এর আকাশ বাণীর বাণী। কি না, ইন্দিরার কথা মেনে নিলেন বর্তমান জনতা সরকার। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রচেষ্টা আর কাকে বলে! কোথায় জগজীবনবাবু, যিনি গোপনে তুলে দিয়ে এসেছেন সেচমন্ত্রী থাকাকালে প্রাণ ভোমরার প্রাণ। এই সেদিনও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু পই পই করে বলে দিলেন তবুও…কেন এই নির্লজ্জ ব্যবস্থা? হাতে প্রচুর সুযোগ ও সময় পেয়েও বর্ত্তমানের শ্বেত হস্তিগণ কেন তুলে দিয়ে এলেন…কেন ভাল মানুষ হবার জন্য? দিবেন নাই বা কেন? দিল্লী, উত্তর প্রদেশ তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না এর ফলে! কেন্দ্রে সেই চক্রই সক্রিয়

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জলমগ্ন রাস্তার ক্ষতি

ধুলিয়ান, ১৪ আগষ্ট—ধুলিয়ান পুর এলাকার বাইরে ধুলিয়ান—পাকুড় সড়কটি রতনপুর মসজিদ সংলগ্ন পুকুরের উপচে পড়া জলে প্রায় এক মাস ধরে ডুবে থাকার ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। পুরপতি সুধীর সাহা জানিয়েছেন, রাস্তার সংশ্লিষ্ট এলাকাটি যদিও পি ডব্লু ডির, তবুও গত বছর পুরসভা পাম্প করে উদ্‌বৃত্ত জল বের করে দিয়েছিলেন। কারণ গতবারও রাস্তাটি জলমগ্ন হয়েছিল। এবার এক মাস ধরে জলমগ্ন থাকার সময় যাত্রীসমেত ৫টি ঘোড়া গাড়ি ও একটি গরুর গাড়ি পুকুরের মধ্যে পড়ে যায়, যাত্রীরা কোনক্রমে রক্ষা পান, কানে জল ঢুকে একটি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কৃষিপ্রধান এলাকায় রাস্তা তৈরীর সুপারিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি সড়ক সংস্থা সাগরদীঘি ব্লকের কৃষিপ্রধান এলাকায় ৬টি পাকা সড়ক তৈরীর সুপারিশ করেছেন। রাস্তাগুলি হল (১) সাগরদীঘি ডাকঘর থেকে যোগপুর, ৯ কিমি (২) মনিগ্রাম থেকে কাবিলপুর, ১৩ কিমি (৩) আইড়া থেকে সাগরদীঘি, ৫০ কিমি (৪) চন্দনবাটী থেকে দিয়ারা, ৮ কিমি (৫) চামুণ্ডা থেকে হরহরি, ৮ কিমি (৬) সেখদীঘি থেকে এস এম জি আর রোডের যুগর পর্যন্ত ১২ কিমি। রাজ্য কৃষি কমিশনকে লেখা এক চিঠিতে সাগরদীঘি সড়ক সংস্থা রাস্তাগুলি তৈরীর সুপারিশ করে বলেছেন, ব্লকের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঁধের সহায়ক রাস্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের গুজিরপুর বাঁধের সহায়ক একটি কাঠের রাস্তা তৈরী করে দিচ্ছেন সেচ বিভাগ। কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। গতবার থেকে এই বাঁধটি বন্যার সময় শহর রঘুনাথগঞ্জের ঘুম কেড়ে নিচ্ছিল। কাঠের রাস্তা তৈরীর উদ্দেশ্য বাঁধের ওপর দিয়ে যানবাহন এবং মানুষ চলাচলজনিত ভূমিক্ষয় রোধ। চলাচলের ফলে বাঁধের মাটি আলগা হত এবং বর্ষায় সেই মাটি ধুয়ে গিয়ে বাঁধটি দুর্বল হয়ে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়
প্রস্তুতকারক: মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া · ৮৭, লেনিন সরণী, কলি-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩২শে শ্রাবণ বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

ছাত্র ভর্তির সমস্যা

গত সপ্তাহে উল্লেখিত শিরোনামে আমাদের পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ শহরের একটি গুরুতর প্রয়োজনের ইঙ্গিত দিতেছে।

প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, বিগত মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পারিতেছেন না। কেন না ভর্তির জন্য আবেদন এবং ছাত্র ভর্তির ক্ষমতা—এই উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তাই স্থানীয় অভিভাবক সমাজ তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য আজ মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। সমস্যা প্রকট হইবে কমপারটমেনটাল সাপলিমেনটাল পরীক্ষার পর; তখন ভর্তির কোন উপায় থাকিবে না।

এই শহরের ছেলেমেয়েরা জঙ্গিপুরে ভর্তি হইতে না পারিলে কোথায় যাইবেন? বাড়ালা ও মির্জাপুরে একাদশ শ্রেণী রহিয়াছে। কিন্তু সেখানে পাঠান একটা বাড়তি খরচা। মেয়েদের সেখানে পাঠান নানা কারণেই অসুবিধাজনক। দ্বিতীয়তঃ বৎসরের সকল সময় পূর্ণ যৌবনা এবং খরস্রোতা ভাগীরথী আজ সকলেরই দুশ্চিন্তার কারণ। নৌকা যোগে প্রতিদিন পারাপার হওয়া ভাবিবার কথা। স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত যাত্রী প্রচুর এবং নির্দিষ্ট সময়ে নৌকায় অসম্ভব ভীড় হয়। নির্দিষ্ট সময় চলিয়া যাইবে বলিয়া কেহ অপেক্ষা করিতেও পারেন না। নদী বিক্ষুব্ধ থাকিলে প্রাণ হাতে করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের নৌকায় উঠিতে হয়। ইতিপূর্বে নৌকাডুবিও হইয়াছে। ছেলেরা শতকরা ২৫ জন এবং মেয়েরা শতকরা ৭৫ জন সাঁতার জানেন না। এমত অবস্থায় ছেলেমেয়েদের নদী পারাপারের জন্য অভিভাবকেরা প্রতিদিনই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় কাটান।

ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরস্থ রঘুনাথগঞ্জ শহর মূলতঃ জঙ্গিপুর মহকুমা সদরের প্রাণকেন্দ্র। সকল প্রকার সরকারী বেসরকারী অফিস, আদালত, বিভিন্ন ব্যবসায় প্রভৃতির কারণে এই শহর অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং হইতেছে। স্বাভাবিক কারণে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ রঘুনাথগঞ্জ শহরে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় নাই। তাহা থাকিলে আজ অভিভাবক সম্প্রদায়ের এত ভাবনা হইত না।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় কেন দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হয় নাই, সে সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। আমরা যতদূর জানি, রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালক কমিটি এই বিষয়ে খুবই সচেষ্ট এবং আগ্রহী। কিন্তু গৃহসমস্যাই তাঁহাদের প্রধান অন্তরায়। ১৯৬৩ সালে এই বিদ্যালয় উচ্চতর মাধ্যমিকে উন্নীত হয় বলিয়া গৃহনির্ম্মাণবাবদ সরকারী অর্থ সাহায্য কিছুই পায় নাই যাহা জঙ্গিপুর বিদ্যালয় পাইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা বিদ্যালয়ের সংযোজিত গৃহাদি নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু গৃহ সমস্যার জন্য রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয়কে চরম কষ্টের মধ্যে চলিতে হইয়াছিল এবং বর্তমানেও হইতেছে। সরকারী অর্থানুকূল্যবঞ্চিত হওয়ায় এই বিদ্যালয়ের জঙ্গিপুর পৌর এলাকায় নিজস্ব জমি (যাহা একটি উচ্চতর বিদ্যালয় নির্মাণের পক্ষে যথেষ্ট) থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত গৃহ সমস্যা রহিয়া গেল। দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় করিতে হইলে এই মাটিতে হওয়া প্রয়োজন কারণ বর্তমান বিদ্যালয় ভবন আর সম্প্রসারিত করা সম্ভব নহে।

দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় কি কথা, রঘুনাথগঞ্জে কলেজ নির্মিত হইলেও জঙ্গিপুরের দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় এবং জঙ্গিপুর কলেজ—কোনটিরই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এই শহরের বর্তমান যে অবস্থা, তাহাতে এখানে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় না থাকা এই শহরের মর্যাদা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করিতেছে। সে সব ছাড়িয়া দিলেও ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের নিরপত্তার কথা ভাবিয়া আজ এখানে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং কালবিলম্ব না করিয়া তাহাতে হাত দিতে হইবে।

কিন্তু জন-উদ্যোগ ছাড়া এই অচলাবস্থা দূর হইবে না। রঘুনাথগঞ্জের সমস্যাকে, কিশোর-কিশোরীদের জীবন মরণের সমস্যাকে আজ নিজের সমস্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এই শহরের মানুষকেই। খুব বেশী দূর যাইতে হইবে না, এই শহরে ৪০/৫০ জন এমন 'বিত্তবান খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নয়। তাঁহারা যৌথ আন্তরিক প্রচেষ্টায় একটি প্রকৃত সৎকার্যে সামিল হোন—ইহাই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

দেশ, দেশপ্রেম ইত্যাদি

আবদুর রাকিব

মাহ ভাদরের, ভরা বাদরের ভরা গঙ্গা পারাপারের সময় আজও একটা ব্যাপার ঘটে। নৌকোটা যখন ছাড়ে তখন একমনে তীরের দিকে তাকিয়ে থাকি। কেমন একটু একটু করে নদীর পার সরে যাচ্ছে পেছনের দিকে। তারপর একবার ওপারের দিকে চোখ ফেরাই। ঐ অস্পষ্ট সুদূর পার কেমন অল্পে অল্পে স্পষ্ট হয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। নাকি এগিয়ে যাচ্ছি আমরাই? কতদূর এলাম—একবার পেছন ফিরে দেখা; কতদূর রইলো—একবার সামনের দিকে চোখ মেলে তাকানো। আর এই রকম একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক অনুভূতির রহস্য উন্মোচিত হওয়ার আগেই কখন পারে পৌঁছে যাই। হিসেব-নিকেশের খেলা, নদীর তরঙ্গের মতো শুধু আবর্তিত হয়, পরিণতির পূর্ণ চিত্র নিয়ে কোনোদিনই জমে ওঠে না।

ফি-বছর, পনেরোই আগষ্টের প্রাক্কালে ঠিক ঐ ধরনের অপ্রাপ্তবয়স্ক একটা অনুভূতি আমাকে, আপনাকে তাড়িত করে। স্বাধীনতার নানা তাত্ত্বিক সংজ্ঞা আলোচিত হয়। এবং তারই আলোকে, আমাদের ত্রিশ বছরের সাফল্য অসাফল্যকে আরেকবার খতিয়ে দেখি। সেই পেছন ফিরে তাকানো, আর সামনের দিকে চোখ মেলে দেওয়া। তারপর বর্তমানের কত ব্যক্ত-অব্যক্ত যন্ত্রণা, হতাশা, আক্রোশ, বিদ্বেষ ফেনায়িত হয়ে হয়ে, পনেরোই আগষ্টের সূর্যাস্তে শেষ হয়ে যায়। স্বাধীনতার উৎসব শেষ পর্যন্ত ঐ ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকায় কাঁপতে থাকে।

অর্থাৎ যে শিক্ষা, সাধনা ও জাতীয় চেতনা থাকলে স্বাধীনতা জাতির বৃহত্তম উৎসবে পরিণত হতে পারতো, দুঃখের বিষয় এই হতভাগ্য 'দেশে তা হয়নি। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আজও যেমন স্বাধীনতার অর্থ কিংবা তাৎপর্য বোঝে না, তেমনি সংখ্যালঘিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ, যাঁদের আমরা ইনটেলেকচুয়ালস্ বলি—তাঁরা তার গূঢ়-নিগূঢ় ব্যঞ্জনা বুঝেও আবেগের অপর্যাপ্ত অন্নব্যঞ্জনে উদরপূর্তির ও তৃপ্তির উদ্গার ছাড়েন, অথবা কিছু না বোঝার ভান করে, এককাট্টা হয়ে বলেন, কিস্সু হয়নি, ঐ আজাদী ঝুটা হ্যায়। সোজা কথায়, একদল বলছেন, যে অধিকারটা আমাদের জন্মগত ছিল, তারই অঢেল প্রাচুর্যে আমরা দারুণ কিছু করে নিয়েছি। অপরদল বলছেন, কিছুই করেননি, কিছুই হয়নি। আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানেই আছি।

প্রথম দলকে সার্টিফিকেট অব মেরিট দিতে গেলে বলতে হয়, তিন দশকে আমরা একটি শতকের প্রান্তসীমা পার হয়ে গেছি। দ্বিতীয় দলের কথা যদি মেনে নিই, তাহ'লে স্বীকার করতে হয় রামমোহনের কাল থেকে শুরু করে এই সাতাত্তর পর্যন্ত এক পাও আমাদের হাঁটা হয়নি।

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

স্কুলে ছাত্র ভর্তির সমস্যা

১০ আগষ্টের জঙ্গিপুর সংবাদে জঙ্গিপুর স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির সমস্যার সংবাদটি পড়ে সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। সীমিত সংখ্যক আসন থাকায় জঙ্গিপুর স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে একাধারে ছাত্র ভর্তির সমস্যা যেমন প্রবল, অপরদিকে এই স্কুলে ছোট ল্যাবরেটারী এবং অল্প সংখ্যক শিক্ষক থাকায় বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বহু ছাত্র-ছাত্রী। এই পরিস্থিতিতে জঙ্গিপুর কলেজে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করলে, আমার মনে হয়, সমস্যার সমাধান হতে পারে। কারণ জঙ্গিপুর কলেজে শিক্ষক এবং ল্যাবরেটারীর সুবিধা অনেক বেশী। জেলার কান্দী অরঙ্গাবাদ এবং বহরমপুর গার্লস্ কলেজে এখন একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াবার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। জঙ্গিপুর কলেজেও অনুরূপ ব্যবস্থা চালু হওয়া উচিত।

—আনন্দগোপাল দে, জঙ্গিপুর।

স্বাধীনতা দিবস

সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে একযোগে ১৫ আগষ্ট ভারতের ৩০তম স্বাধীনতা দিবস জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ, সুতী, রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি—মহকুমার এই পাঁচটি থানা এলাকা থেকে সংবাদদাতারা এ খবর জানিয়েছেন। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরী প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের মূল অঙ্গ।

দুরবস্থায় দুর্ভোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে বৃষ্টির সময় প্লাটফরম্ শেডের ভিতরে যেভাবে জল পড়ছে, তা বাইরের জলের চেয়ে অনেক বেশী। বৃষ্টির সময় যাত্রীদের শেডের ভিতরে দাঁড়াবার জো থাকে না। শেডের চারিদিক ফুটো হয়ে অবিরাম ধারায় জল পড়ে। ষ্টেশনেও বেশী যাত্রীদের দাঁড়াবার জায়গা নেই। ফলে এই বর্ষাতে যাত্রী সাধারণের দুর্ভোগের শেষ নেই। রেল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সুব্যবস্থা করলে যাত্রীরা এই অসুবিধা হতে বেঁচে যান। যাত্রীদের আর একটি অনুরোধ, ১৯৭৬ সালে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে ওভার ব্রীজ তৈরী শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত সেই কাজে হাত দেওয়া হয়নি। অনুমোদিত ওভার ব্রীজটি তৈরীতেও রেল কর্তৃপক্ষ যেন তৎপর হন।

আলো জ্বলবে কবে ?

সাগরদীঘি, ১৬ আগষ্ট—ব্লকের মনিগ্রাম সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আলো জ্বলবে কবে ?—এ প্রশ্ন করেছেন গ্রামবাসীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বৈদ্যুতিক আলোর কোন ব্যবস্থা নাই। শুধু তার টেনে পয়েন্ট করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কানেকসন এখনও হয়নি। জানা গেল, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় টাকা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসে জমা দিয়েছেন, তবু কানেকসনের অভাবে আলো জ্বলেনি।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

ষোলকলার খেসারত

ধুলিয়ান, ১৪ আগষ্ট – ধুলিয়ান মায়া টকীজে 'দশ নম্বরী' নামে মেসার্স বাসুকী ফিলিমসের একটি হিন্দী ছবি আসে গত পরশু। ছবিটি দৈর্ঘ্যে মোট ১৭ রিল। প্রথম দিন ম্যাটিনি শো চলার সময় দেখা যায় ১৬ নম্বর রিলটি নাই। ১৫ নম্বর রিলটি ১৫ ও ১৬ নম্বরযুক্ত হয়ে দু'বার জুড়ে দেওয়া হয়েছে। দর্শকরা ৬ নম্বর রীল দেখতে না পাওয়ায় এবং বিশেষ একটি গান শোনা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় উত্তেজিত হয়ে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সবশুদ্ধ ৪০৬টি চেয়ার ভাঙ্গলেন। দুদিন প্রদর্শনী বন্ধ থাকলো। সিনেমা মালিকের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ালো প্রায় চার হাজার টাকা। মালিক পক্ষের কাছ থেকে তার পেয়ে ফিলম্ কোম্পানী ছবিটির নতুন প্রিন্ট পাঠানোর পর আজ থেকে আবার প্রদর্শনী চালু হয়েছে।

জীবন বাঁচাতে জীবনদান

ধুলিয়ান, ১৫ আগষ্ট—আজ এখানে গঙ্গার দু' নম্বর স্পারের কাছে প্রবল স্রোতে দু'টি শিশুকে ভেসে যেতে দেখে দু' জন লোক গঙ্গার জলে ঝাঁপ দেন তাদের উদ্ধারের জন্য। কিন্তু প্রবল ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে একজন একটি শিশু সমেত জলের অতল তলে তলিয়ে যান চিরদিনের মত। অপর জন দ্বিতীয় শিশুটিকে উদ্ধার করে ডাঙায় ওঠেন।

সিনেমায় মেয়েদের আতঙ্ক

ধুলিয়ান, ১৬ আগষ্ট—শহরের মায়া টকীজে মেয়েদের কাউন্টার বলে যে কাউন্টারটি নির্দিষ্ট আছে, সেখানে হামেশাই দেখা যায় টিকিট চোরাকারবারী ও সিনেমা কর্তৃপক্ষের পরিচিত লোকজনদের ভিড়। অভিযোগে প্রকাশ, মেয়েদের কাউন্টারে টিকিট কাটতে গিয়ে ওই সব পুরুষদের কাছে মেয়েদের লাঞ্ছিত হতে হয়। কিন্তু লোক-লজ্জার ভয়ে তাঁরা নাকি কাউকে সে কথা বলতে পারেন না। পুলিশকেও নাকি মেয়েদের কাউন্টারে পুরুষদের ভিড় সামলাতে হিমসিম খেতে হয়। এই অবস্থায় সিনেমা দেখতে গিয়ে মেয়েরা আতঙ্কিত হচ্ছেন।

শিক্ষক আবশ্যক

ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে একজন ট্রেণ্ড বি-এস-সি শিক্ষক আবশ্যক। সাতদিনের মধ্যে সম্পাদক, তিলডাঙ্গা হাই স্কুল, পোঃ তিলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় দরখাস্ত করুন।

বৌকে মেরে আত্মহত্যা

ধুলিয়ান, ১৫ আগষ্ট – সামসেরগঞ্জ থানার উঃ দীঘড়ি গ্রামের বিভূতি বসাক (৩৫) স্ত্রী সনকা বসাককে (২৮) গত সোমবার ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করার পর নিজে পাশের একটি জলাশয়ে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। সনকাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রকাশ, স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হওয়ায় বিভূতির সঙ্গে সনকার বেশ কিছুদিন থেকে মনোমালিন্য চলছিল। তারই পরিণতিতে নাকি এই ঘটনা ঘটেছে।

মুর্শিদাবাদ সাহিত্য সংসদ

বহরমপুর, ১৫ আগষ্ট—গত ৭ আগষ্ট বহরমপুর টুরিষ্ট লজে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানের সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে 'মুর্শিদাবাদ সাহিত্য সংসদ' নামে একটি সাহিত্য সংসদ গঠিত হয়েছে। সভাপতি মনোনীত হয়েছেন সাংবাদিক-সাহিত্যিক কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদের একটি ত্রৈমাসিক 'মুখপত্র' অবিলম্বে প্রকাশিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

চোরাকারবারীর তাড়া

ধুলিয়ান, ১৫ আগষ্ট—গতকাল বিকেলে ধুলিয়ান-গঙ্গা ষ্টেশনে ডাউন গয়া প্যাসেঞ্জারে বিহারের এক টিন চোলাই মদ নিয়ে একজন চোরাকারবারী নামলে ধুলিয়ান আবগারীর ও সি টিনটি আটক করেন। চোরাকারবারী ও তার ছেলে ও সি এবং আবগারী কর্মীদের ধমক দেয় এবং ভয় দেখায় মদ ছেড়ে দেবার জন্য। কিন্তু তাঁরা মদ না ছাড়লে চোরাকারবারীরা হেঁসো নিয়ে তাঁদের তাড়া করে।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১'৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : **মুন্দ্রা বস্ত্রালয়**
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

জি আর-এর যাচনা

ধুলিয়ান, ১৫ আগষ্ট—সামসেরগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীরা এখনো জলমগ্ন অবস্থায় এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বাস করছেন। দুঃস্থ এবং পীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য বি ডি ও অফিসে আবেদন করা হয়েছে, ফল হয়নি। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, তাঁরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন কিন্তু সাহায্য সামগ্রী এসে পৌঁছয়নি। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের দুর্দশার অন্ত নাই। তাঁরা এখনো চাতক পাখীর মত জি আর-এর যাচনায় উন্মুখ হয়ে আছেন। জি আর-সহ গৃহ নির্মাণের জন্য সাহায্যদানের দাবি সোচ্চার হচ্ছে।

অবিরাম সাঁতার

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ আগষ্ট—শহরের বালিঘাটা পল্লীতে আজ পরেশনাথ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে নাইমুর সেখ নামে এক যুবক কালী মন্দিরের পেছন পুকুরে দশ ঘণ্টা একটানা সাঁতার কাটে। তার সাঁতার কাটা দেখার জন্য প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটে।

জনতা এ্যাড হক কমিটি

জঙ্গিপুর, ১৪ আগষ্ট—গত রবিবার মণিগোপাল চৌধুরীকে সভাপতি এবং বিজয়ভূষণ সিংহরায় ও আইনাল হক চৌধুরীকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে রঘুনাথগঞ্জ দু' নং ব্লক জনতা এ্যাড হক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা ২৫ জন।

প্রতারক পলাতক

সাগরদীঘি, ১৩ আগষ্ট—জমি নিয়ে প্রতারণার মামলায় অভিযুক্ত সমসাবাদের নাড়ুগোপাল আত্মগোপন করেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

Wanted the following Part-time teachers for Jangipur H. S. Section. Apply to the Administrator by the 25th Aug. 77 sharp.

1. M. Sc/Hons. in Phy.
2. M. Sc/Hons. in Chem.
3. M. Sc/Hons. in Biol.
4. M. Sc/Hons. in Math.
5. M. Com./Hons. in Com. Subjects.
6. M. A./Hons. in English.
7. M. A./Hons. in Bengali.
8. M. A./Hons. in History.

দেশ, দেশপ্রেম ইত্যাদি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

আমরা জানি, এর কোনোটিই সত্য নয়। সত্য আছে স্থির, অটল কোনো প্রত্যয়ে, কোনো স্থিতধীর ভাবনার আনুভূমিক রেখায়। এই মুহূর্তে হয়তো বা তা অনন্ত শয্যায়, অথবা কৈলাসের যোগ-সাধনায়। যে আলো ফেললে আনন্দ বা বেদনায় সত্যটা উজ্জ্বল হয়, তার নাম দেশপ্রেম। আমার কেন জানি না আজ মনে হচ্ছে, দেশপ্রেম বুঝি পরাধীনতার ফসল। দেশ স্বাধীন হলে দেশপ্রেমের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। তাহ'লে স্বদেশ, স্বাধীনতা, দেশ, দেশ-প্রেম ইত্যাদি শব্দগুলি অভিধানের পাতা থেকে সংবিধানের খাতায় চলে যাক। আমরা ঐ উড়ন্ত, ত্রিবর্ণ পতাকার দিকে অপলকে তাকিয়ে বলি: বাঃ, কি সুন্দর!

সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ আগষ্ট—গতকাল পর্যন্ত জঙ্গিপুর মহকুমার বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা গেছে, পদ্মার জল উপচে রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের রামপুরার কাছে চলে এসেছে। লোক-জন রাজ্য সড়কের পশ্চিম দিকে আশ্রয় নিয়েছেন। নুরপুর ও গিরিয়ায় গঙ্গার জল সামান্য বেড়েছে। আজ জল নামতে শুরু করেছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা: আহিরণের কাছে জাতীয় সড়কে গত ১১ আগষ্ট গাড়ি চাপা পড়ে একই পরিবারের দুই ভাই মারা গিয়েছে। এখানে ঘন ঘন দুর্ঘটনা এড়াতে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। ১৪ আগষ্ট সামসেরগঞ্জের নতুন মালঞ্চার কাছে জাতীয় সড়কে মালদহের কালিয়াচকের জনৈক ব্যক্তি ট্রাক চাপা পড়ে নিহত হন।

এই খরিফে ধান চাষে ফলন বাড়ান

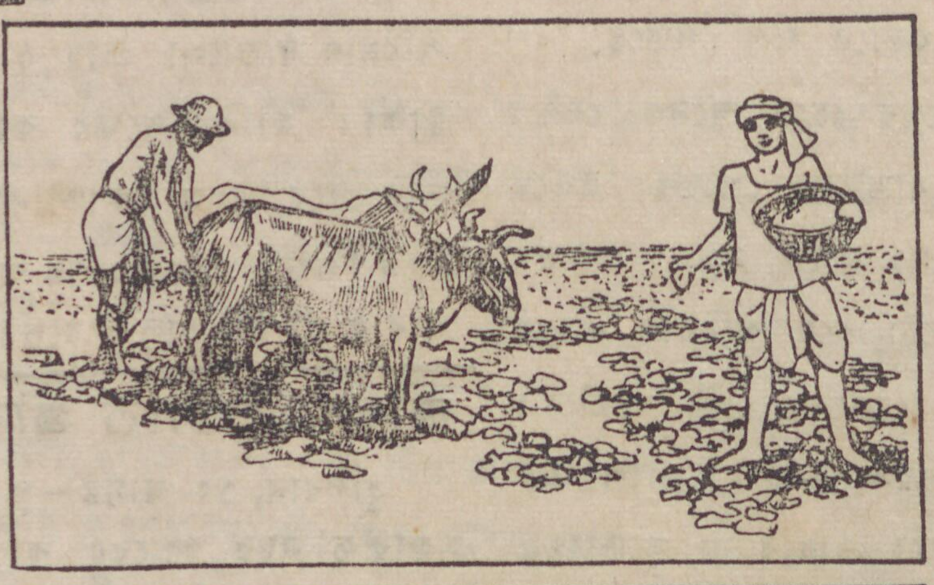

ধান আমাদের প্রধান ফসল। ধান চাষে সাফল্যের ওপর আমাদের আর্থিক উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে। আপনার জমির মাটি আমাদের দিয়ে বিনাখরচে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে, তার ফলাফলের ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করুন। এতে আপনার খরচ বাঁচবে, ফলন বাড়বে, লাভ অনেক বেশি হবে। আপনার জন্য সুফলা ও ইউরিয়া সার পর্যাপ্ত পরিমাণে আপনার এলাকার এফ সি আই ডীলার-এর কাছে পৌঁছে গেছে। বীজতলা তৈরি থেকে শুরু ক'রে শস্য পরিচর্যা, সার প্রয়োগ—ধান চাষের সমস্ত পর্যায়ে আপনাকে সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত।

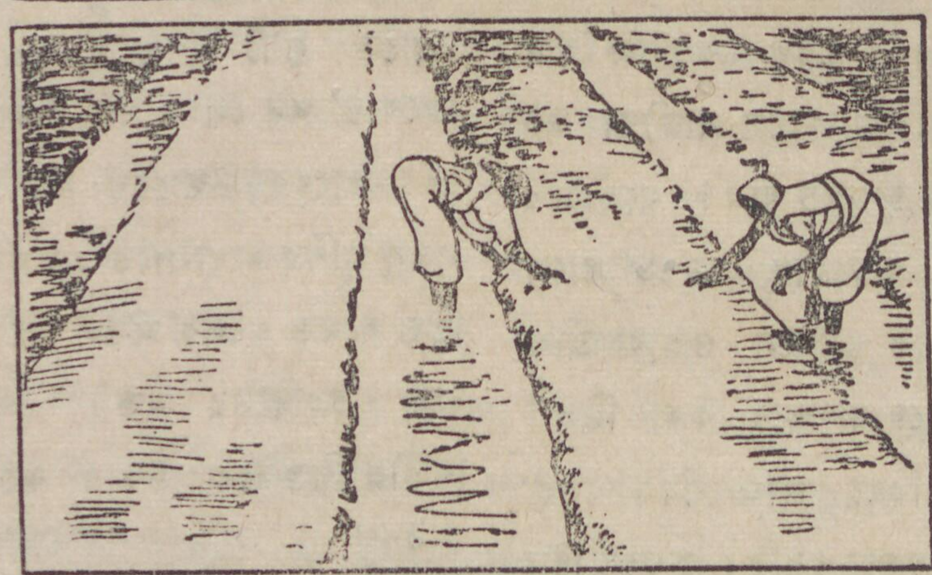

অধিক ফলন ও বাড়তি লাভের জন্য

সুফলা

ইউরিয়া

সার প্রয়োগ করুন

FCI

দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

পূর্বাঞ্চল বিপণন বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল, দুর্গাপুর-১২।

শাখা কার্যালয়: মুচিপাড়া, দুর্গাপুর, বর্ধমান ● ৩বি, ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭১ ● ক্ষুদিরাম বোস রোড, মেদিনীপুর ● শহীদ সূর্য সেন স্ট্রীট, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ● বিধান রোড, শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ।

Progressive/FCI (D) 1/77

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের অফিস

মোটর ভেহিকলস্ ডিপার্টমেন্ট

বিজ্ঞপ্তি

১৯৪০ সালের এম. ভি. রুলস-এর রুল ৫৭ এর সাব-রুল (বি)-এর সঙ্গে পঠিত ১৯৩৯ সালের এম. ভি. এ্যাক্টের ৫৭ ধারাধীনে আবশ্যকমত সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে ইহা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, বহরমপুর হইতে নবগ্রাম ও পাঁচগ্রাম হইয়া পারুলিয়া পর্যন্ত রুটে স্থায়ী ষ্টেজ ক্যারেজ পারমিট মঞ্জুরির জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে দরখাস্তগুলি নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে গৃহীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারিগণের নাম ও ঠিকানা :—

১। ক) শ্রীসুধাধন মুখারজি। পিতা ৺ননীগোপাল মুখারজি, খ) শ্রীখুদিরাম মুখারজি। পিতা ৺ননীগোপাল মুখারজি, গ) শ্রীতুলসী মুখারজি, পিতা শ্রীজগন্নাথ মুখারজি। গ্রাম. পোঃ ও থানা ভরতপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। ২। সেখ নুরুল আলম, গ্রাম, পোঃ ও থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। ৩। ক) শ্রীমতী রজবা খাতুন, স্বামী শ্রীরমজান আলি মিরজা। খ) শ্রীমতী যমুনা দাস, স্বামী শ্রীসুনীলকুমার দাস। গ) শ্রীসুখেন্দুকুমার সিন্‌হা, পিতা ৺ননীগোপাল সিন্‌হা। গ্রাম ও পোঃ এড়োয়ালি, থানা খড়গ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ। ৪। শ্রীরাধিকারঞ্জন মজুমদার, পিতা ৺রাধাপদ মজুমদার। গ্রাম ও পোঃ সাদিখাঁরদিয়ার, থানা জলঙ্গী, জেলা মুর্শিদাবাদ। ৫। ক) শ্রীবিমলকুমার সিন্‌হা, পিতা শ্রীযতীন্দ্রনাথ সিন্‌হা। খ) শ্রীমতী সুচিত্রা দাশগুপ্ত, পিতা শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ১৪৩/২, আবদুস সামাদ রোড, গোরাবাজার, থানা ও ডাকঘর বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। ৬। ক) শ্রীবিমানবিহারী কর্মকার খ) শ্রীবিকাশচন্দ্র কর্মকার, উভয়ের পিতা শ্রীব্যোমকেশ কর্মকার। ৯০, দাঁইহাট্টা রোড, পোঃ খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ। ৭। ক) শ্রীকিশোরকুমার স্বর্ণকার খ) শ্রীযুগলকুমার স্বর্ণকার, উভয়ের পিতা শ্রীশ্যামচাঁদ স্বর্ণকার ৫২, নয়াসড়ক রোড, গোরাবাজার। থানা ও ডাকঘর বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। ৮। ক) শ্রীপার্থসারথি ঘোষ খ) শ্রীস্বপনকুমার ঘোষ, উভয়ের পিতা শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ, কান্দী নতুনপাড়া। থানা ও ডাকঘর কান্দী, জেলা মুর্শিদাবাদ। ৯। ক) শ্রীমুরলীধর চ্যাটারজি, পিতা ৺শ্রীনাথ চ্যাটারজি। খ) শ্রীভবানন্দকুমার রায় চৌধুরী, পিতা ৺কালীপদ রায় চৌধুরী। ৯২, দাঁইহাট্টা রোড, পোঃ খাগড়া, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। ১০। ক) শ্রীমোহিতকুমার বিশ্বাস, খ) শ্রীমিহিরকুমার বিশ্বাস উভয়ের পিতা ৺মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। গ্রাম ও পোঃ পাটিকাবাড়ি, থানা নওদা, জেলা মুর্শিদাবাদ। ১১। ক) শ্রীআনোয়ারুল হক, পিতা মরহুম তাবারক সেখ। খ) শ্রীআবুল হোসেন, পিতা মহঃ জিবহৎ মালেক। গ) মহঃ মুশারফ হোসেন, পিতা মহঃ জায়েদ আলি। ঘ) মহঃ সফিকুল আলম, পিতা মহঃ আবু খালেদ। ঙ) মোসাম্মাৎ মোনিয়ারা বেগম, স্বামী আনোয়ারুল হক। চ) শ্রীআবুল কালাম, পিতা শ্রীআনোয়ার তাহিদ। ছ) শ্রীআনন্দ মণ্ডল, পিতা শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল। জ) মহঃ জানে আলম, পিতা মহঃ অহিয়া। ক্রমাঙ্ক ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ-এর ঠিকানা গ্রাম কান্দুরী, পোঃ এড়োয়ালি, জেলা মুর্শিদাবাদ। ক্রমাঙ্ক খ-এর ঠিকানা গ্রাম ও পোঃ বড়োঞা, জেলা মুর্শিদাবাদ। ১২। শ্রীপূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী, পিতা শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। গ্রাম ও পোঃ এড়োয়ালি, থানা খড়গ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ। ১৩। শ্রীপ্রবীরকুমার দে, পিতা শ্রীবামাচরণ দে। গ্রাম, ডাকঘর ও থানা খড়গ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ। ১৪। ক) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ, পিতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র চন্দ। ২২, মেছোবাজার লেন, পোঃ খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ। খ) শ্রীসন্তোষকুমার সিন্‌হা, পিতা শ্রীকার্তিকচন্দ্র সিন্‌হা। গ্রাম ও পোঃ মিলকী, জেলা মুর্শিদাবাদ। ১৫। ক) শ্রীগৌতমকুমার চ্যাটারজি, পিতা শ্রীপ্রবোধকুমার চ্যাটারজি। খ) শ্রীউৎপলকুমার চ্যাটারজি, গ) শ্রীহীরককুমার চ্যাটারজি, উভয়ের পিতা শ্রীসুবোধকুমার চ্যাটারজি। ১০৪, নেতাজী রোড, পোঃ খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ। ১৬। শ্রীবারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পিতা শ্রীমনোজমোহন চট্টোপাধ্যায়। পোঃ ও গ্রাম ভাবতা, থানা বেলডাঙা, জেলা মুর্শিদাবাদ। ১৭। ক) শ্রীবিজয়কুমার চৌধুরী, পিতা শ্রীনিতাইচন্দ্র চৌধুরী। খ) শ্রীশৈবাল বিশ্বাস, পিতা শ্রীসুনীলচন্দ্র বিশ্বাস। গ্রাম সাহানগর, পোঃ ও জেলা মুর্শিদাবাদ। ১৮। ক) শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল, পিতা ডাঃ রামমোহন মণ্ডল। খ) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখারজি, পিতা ৺গোপালচন্দ্র মুখারজি। বহরমপুর পুলিশ হাসপাতাল, পোঃ ও থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। ১৯। ক) শ্রীসুজিৎ চ্যাটারজি, পিতা ৺স্মরজিৎ চ্যাটারজি। খ) শ্রীসমরজিৎ সরকার, পিতা ৺সত্যজিৎ সরকার। ২৯/৩, কালীকৃষ্ণ ব্যানারজি রোড, গোরাবাজার, পোঃ ও থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। ২০। ক) শ্রীস্বপনকুমার রায় চৌধুরী, পিতা ৺মণীন্দ্র রায় চৌধুরী। খ) শ্রীদিলীপকুমার রজ, পিতা ৺প্রফুল্লকুমার রজ। গ) শ্রীজগন্নাথ আঢ্য, পিতা ৺গৌরভূষণ আঢ্য। ৫৮, উকিলাবাদ ষ্ট্রীট, পোঃ ও থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। ২১। শ্রীশিবেন্দুশেখর বিশ্বাস, পিতা ৺হেমচন্দ্র বিশ্বাস। ১৭, আর এন ঠাকুর রোড, পোঃ ও থানা বহরমপুর জেলা মুর্শিদাবাদ। ২২। ক) শ্রীশিবানন্দ ঘোষ, খ) শ্রীজ্ঞানানন্দ ঘোষ, উভয়ের পিতা শ্রীগোবিন্দপদ ঘোষ, গ) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ পিতা শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ। গ্রাম কাঁপাসডাঙা, পোঃ গয়েসপুর, থানা বড়োঞা, জেলা মুর্শিদাবাদ। ২৩। শ্রীঅপূর্ব ব্যানারজি, পিতা শ্রীদুর্গাপদ ব্যানারজি। গ্রাম ও পোঃ এড়োয়ালি, থানা খড়গ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ। ২৪। শ্রীনিখিলানন্দ মিশ্র, পিতা বিরজানন্দ মিশ্র। প্রযত্নে নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস, পোঃ ও থানা কান্দী, জেলা মুর্শিদাবাদ।

নিবেদন/আপত্তি, যদি কিছু থাকে, নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে ৬-৯-৭৭ তারিখের দুপুর ১২ ঘটিকা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। নিবেদন/আপত্তি যদি কিছু গৃহীত হয় রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, মুর্শিদাবাদ কর্তৃক উহার সভায় (পরে বিজ্ঞাপিত হইবে) বিবেচিত হইবে।

স্বাক্ষর এস কে দত্ত
আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ।

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত]

বিড়িশিল্পে সঙ্কট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইউনিয়ন সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শ্রমিকদের দাবি কাজ বন্ধ রাখা চলবে না। ধুলিয়ান-অরঙ্গাবাদ বিড়ি-তামাক মার্চেনটস্ বেনিফিট-সোসাইটির দাবি, হয় সমস্ত বিড়ির ওপর, নয় শুধু তামাকের ওপর শুল্ক বসানো হোক। এখন কেবলমাত্র ট্রেড মারকওয়ালা বিড়ির ওপর শুল্ক বসিয়ে রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটেনি, বরং কমে গিয়েছে। কারণ, উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে।

মেষ সম্প্রসারণ কেন্দ্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘোরাপথে 'সিমেন্ট' পৌঁছতে দেরী হওয়ায় গো-প্রজননও ব্যর্থ হয়েছে। এখন ষাঁড় আছে ছ'টি। সেগুলি অরঙ্গাবাদ, নয়নসুখ, ধুলিয়ানের সেখপাড়া, গনকর, নয়াবাহাদুরপুর ও বাগডাঙায় দেওয়া হয়েছে প্রজননের জন্য। মেষ দেওয়া হয়েছে ১৫/১৬টি। সহকারী পশু উন্নয়ন আধিকারিককে নিয়ে কেন্দ্র দেখাশোনার জন্য কর্মচারী আছেন ৫ জন। তাঁদের বেতন বাবদ বছরে সরকারী ব্যয় বেশ কয়েক হাজার টাকা। তার ওপর নির্বাহী খরচ তো আছেই। সে তুলনায় আয় বছরে ৭০০/৮০০ টাকা। বাগানের আম-লিচু বাবদ ২৫০ টাকা, উলুখড় বাবদ ২৮০ টাকা এবং লোম বাবদ সামান্য কিছু টাকা। এই হিসাব গত বছরের।

নরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথা বলার আগে দেখতে গিয়েছিলাম চড়কা মেষ সম্প্রসারণ কেন্দ্র। তারও আগে কেন্দ্র সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম জঙ্গিপুর মহকুমা শাসককে। তিনি জানিয়েছিলেন, বিড়িওকে তদন্ত করতে বলা হয়েছে। তদন্ত হচ্ছে অথবা আদৌ হবে কি না জানি না, কেন্দ্রে গিয়ে দেখলাম বাগান ও আবাদী জমি নিয়ে মোট ৭২ বিঘে জমির ওপর গড়ে উঠেছে এই কেন্দ্র। সব জমিই পতিত পড়ে রয়েছে। যদিও এখানে চাষের সম্ভাবনা উজ্জ্বল এবং উজ্জ্বল সরকারী উদ্যোগে ডেয়ারী ফারম পত্তনের সম্ভাবনা। অভিযোগ পেলাম ঘাস, লিচু, আম, লোম ও লাদি চোরাপথে পাচার হয়ে যায়। জলের দরে ষাঁড় বিক্রী হয়। প্রজনন নয়, কেটে খাওয়ার উদ্দেশ্যে। কর্মচারীরা সময় মত অফিসে আসেন না। কেন্দ্রের ভেতরেই ফিল্ড এ্যাসিসটেন্টের কোয়ারটার আছে, কিন্তু তিনি সেখানে থাকেন না, থাকেন রঘুনাথগঞ্জে। একজন গ্রামবাসী জানালেন, ফিল্ড এ্যাসিসটেন্টের অব্যবহৃত কোয়ারটারটি রাতের অন্ধকারে সমাজবিরোধীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়। পাঁচ টাকা দিলে নাকি কোয়ারটারের চাবি পাওয়া যায়।

ইন্দিরা-দোহাই যুক্তিহীন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যারা ইন্দিরার আমলেও ছিল, আজো আছে। বাঁদরে দই খেয়ে ছাগলের মুখে লাগিয়ে ছাগলকে দোষী প্রতিপন্ন করতে চায়—এটা চরম বিশ্বাসঘাতকতা। কেন এক্ষেত্রে ইন্দিরার ঘাড়ে দোষ চাপান? সুযোগ তো প্রচুর ছিল। ইন্দিরা ভারতকে যদি কোন রাষ্ট্রের কাছে বন্ধক রাখার কথা বলে থাকেন তবে দেশের বর্তমান কর্ণধারগণ সবিনয়ে মেনে নেবেন কি? কেন, ইন্দিরার প্রোথিত কালাধারকে পুনরায় ওঠানোর ও সংশোধনের কথা উঠেছে? ওটাতে নিজেদের অস্তিত্বের ব্যাপার জড়িত আছে কি না! আর এটা তো পশ্চিম বাংলার ব্যাপার। থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি! এ যেন জ্যোতিবাবু বা পঃ বঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের আশিসের মত। যেমন 'তুমি বেঁচে থাকো, তোমার ছেলের বাবা মরুক'। অথবা কেন্দ্রের আশীর্বাদ—'আশীর্বাদং শিরশ্ছেদং বংশনাশং দিনে দিনে, সর্বাঙ্গে তোমার ধবল কুষ্ঠং গুষ্ঠিশুদ্ধ কুড়িং ভবেৎ।' এটি বোধ হয় কেন্দ্রের একটি দাবার চাল, হাতে না মেরে ভাতে মারার কৌশল।

জলমগ্ন রাস্তার ক্ষতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘোড়ার মৃত্যু ঘটে এবং রেশনের দু'বস্তা চিনি গলে যায়। কামাক্ষা রোড ওয়েজের একটি লরি অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পায়। এই পুকুরের খাদ গভীর, যাত্রীবাহী বাস হঠাৎ পড়ে গেলে ব্যাপক প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। অথচ শহরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র সড়কটির রক্ষণাবেক্ষণের কোন উদ্যোগ পি ডব্লু ডি দেখাননি। রাস্তার ক্ষতির ফলে ৫০% বাস শহরে ঢুকছে না। সাধারণের দুর্ভোগ বাড়ছে দেখে পুরপতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে গতকাল পাম্প করে বাড়তি জল বের করে দিয়েছেন। পি ডব্লু ডি ইট বিছিয়ে দিয়েছেন। তবু বিপদ কাটেনি, রাস্তার ক্ষতচিহ্ন মুছে যায়নি।

বাঁধের সহায়ক রাস্তা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিপদের কারণ হত। বাঁধের ওপর যাতে গরু বা মোষের গাড়ি না উঠতে পারে তার জন্য বাঁধ থেকে একটু উঁচু করে কাঠের রাস্তাটি তৈরী করা হচ্ছে। থড়থড়ির উৎস মুখে এই বাঁধ থেকে পুরসভার পাকা রাস্তা পর্যন্ত ফাঁকা অংশে মাটি ভরাট ও কালভারট তৈরীর দায়িত্ব নিয়েছেন রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক। কর্তৃপক্ষ ম্যাকেনজি পারকের জলনিকাশের জন্য জাতীয় সড়কের সংযোগকারী পাকা রাস্তার তল দিয়ে কালভারট তৈরীর কথা চিন্তা করছেন। তাঁরা রঘুনাথগঞ্জ শহরের ছায়াবাণী সিনেমা হল থেকে শ্মশান পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করার, শ্মশানে চুল্লি তৈরী করার এবং জঙ্গিপুর শহরে গাড়িঘাট থেকে জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ড পর্যন্ত দুর্গম রাস্তাটি পাকা, শৌচাগার ও বাসষ্ট্যাণ্ড প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এগুলি রূপায়ণের চেষ্টা চলছে। এখন তাঁরা দুটি প্রাথমিক ও একটি বালিকা বিদ্যালয় সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে খবরগুলি দিয়েছেন বিডিও দেবপ্রসাদ কাঞ্জিলাল।

রাস্তা তৈরীর সুপারিশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কৃষিপ্রধান এলাকাগুলিতে রাস্তা পাকা হওয়া প্রয়োজন। কারণ, উৎপাদিত পণ্যের একমাত্র বাজার রয়েছে সাগরদীঘিতে। অথচ বাজারের সঙ্গে গ্রামগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই বললেই চলে। পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে এই সমস্ত এলাকার কৃষকরা তাঁদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হন। সাগরদীঘির বিডিও একই সঙ্গে সড়ক সংস্থাকে সাগরদীঘি বাজারের রাস্তাটিও সংস্কারের অনুরোধ জানিয়েছেন।

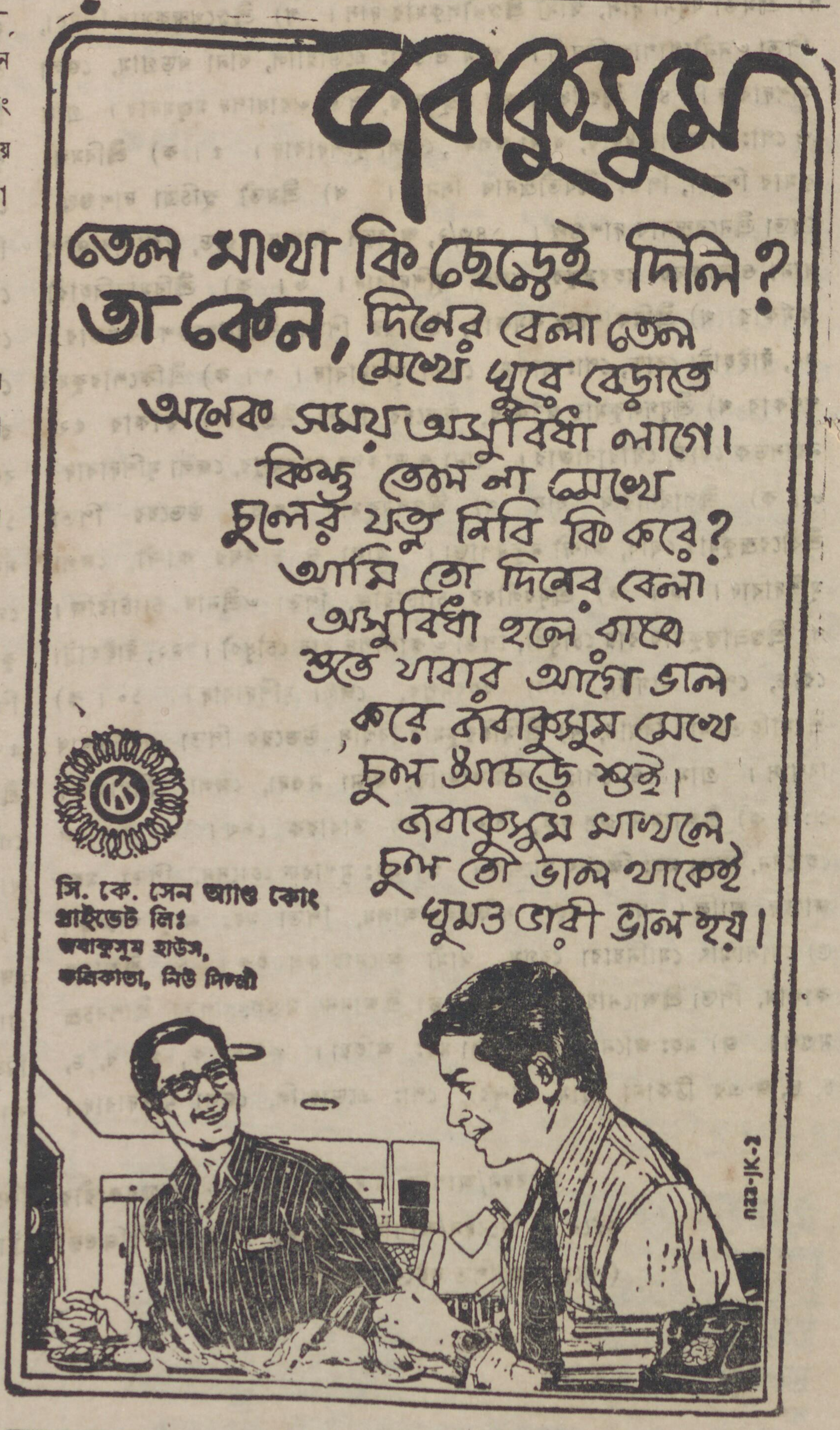

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।